গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণসংগঠনের কর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধতায় প্রতিবাদ সভা

ভারতের অর্থনীতি, ভারতবাসীর জীবন যাপন, সমাজ আজ আক্রান্ত। আক্রমনে সরকার, কেন্দ্র ও রাজ্য এবং পুঁজি মালিক।

আমাদের দেশের প্রকৃতি, জমি, জল, জঙ্গল, পাহাড়, সমুদ্র, উপকূল, গ্রাম, মফঃস্বল, শহর, খনিজ সম্পদ, নদী, জলাশয়, প্রাণীসম্পদ, শস্য, বীজ, উদ্ভিদ, বনজ সম্পদ, জীববৈচিত্র, বাতাস, রোদ্দুর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলজ সম্পদ, সমাজ, সংস্কৃতি, ইত্যাদি পুঁজির দখলদারিতে।

ব্যক্তি / সংস্থা পুঁজি আমাদের এইসব উপাদান দখল করে বানিয়ে চলেছে কারখানা, খনি, বিদ্যুৎ প্রকল্প, বাঁধ, বন্দর, আবাসন, পর্যটনকেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদনকেন্দ্র, কৃষি, রাস্তা এইসব, এমন সব পুঁজির বিনিয়োগের আর মুনাফার জায়গা।

পুঁজির এই আক্রমণে মদত দিয়ে চলেছে সরকার, তার একটার পর একটা নীতি, আইন, প্রকল্প, প্রস্তাব, চুক্তি এসবের মধ্যে দিয়ে। সাম্প্রতিক উদাহরণ জাতীয় কৃষক নীতি (দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব প্রকল্প) জমি অধিগ্রহণ (সংশোধিত) আইন, বীজ আইন, খনিজ (সংশোধিত) আইন, উপকূল নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা, জৈবপ্রযুক্তি আইন, বিশেষ আর্থনীতিক অঞ্চল (সেজ) আইন, বিশেষ পর্যটন অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ক্ষমতাসীন দলেদের স্বার্থ, আমলাদের দুর্নীতি।

পুঁজির এই দখলদারিতে উচ্ছেদ হয়ে চলেছে বিশাল সংখ্যার ভারতবাসী : আদিবাসী, দলিত, পেশাগত জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জনসাধারণ, দরিদ্র মানুষ, প্রান্তবাসী জনগণ, নিম্নবর্গ ও মধ্যবর্গের দেশবাসী।

এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে এদেরই নিজেদের বাসভূমি, কর্মভূমি, খাদ্যভূমি, সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল থেকে, সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এদের জীবন যাপন, জীবিকা, বেঁচে থাকা থেকে।

ইতিহাসের এবং রাজনীতির ধারাবাহিকতায় এবং নিয়মে যেখানে ক্ষমতাসীনের আক্রমন সেখানেই প্রকৃত ক্ষমতাবানের প্রতিরোধ। ভারতে এখন রাষ্ট্রের মদতে পুঁজির দখলদারির বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিরুদ্ধতা। সভা, সমাবেশ, মিছিল, অবরোধ, ধর্ণা, ধর্মঘট, প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি পেশ, আইন অমান্য, সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, লড়াই।

প্রশাসনের নিয়মে যেখানে জনগণের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সেখানেই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক আক্রমণ। পুঁজির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে রাষ্ট্র পুঁজির পক্ষে, দেশবাসীর বিপক্ষে। যেমন পুঁজির পক্ষে সরকারি আইন, নীতি, প্রকল্প, তেমনি জনগণের বিরুদ্ধে সরকারি আইন আনলফুল অ্যাকটিভিটিজ প্রিভেনশন অ্যাক্ট (ইউ এ পি এ), সামরিক ব্যবস্থাপনা, অপারেশন গ্রিনহান্ট, যৌথবাহিনী, নানা নামের সশস্ত্র বাহিনী, অত্যাচার, গুলি, খুন, গ্রেপ্তার, নানা অভিযোগের মিথ্যা মামলা, থানায়, জেলখানায় আটক, জেলখানায় অত্যাচার, সংগঠন নিষিদ্ধ করা, গণতান্ত্রিক কাজকর্মে বাধা দেওয়া, মুদ্রকদের গ্রেপ্তার ও হুমকি, প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যেতে না দেওয়া, প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তির নামে হুমকি, মন্ত্রীদের, নেতাদের কথায় ভয় দেখানো, ক্ষমতাসীন দলের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ, গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচার, গণআন্দোলনের বিভিন্ন প্রকাশে এবং গণসংগঠনের কাজে বাধা দেওয়া, গণআন্দোলনের এবং গণসংগঠনের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা, মিথ্যা মামলায় আটকে রাখা, জড়িয়ে ফেলা, হুমকি দেওয়া, ভয় দেখানো, এই সব এমন সব শুরু করা এবং চালানো।

আমাদের কাছে পশ্চিমবাংলায় অসংখ্য সামগ্রিক উদাহরণ : জঙ্গলমহলের আদিবাসী সংগ্রাম, বনাঞ্চলে বনবাসীদের আন্দোলন, পাথরখাদান ও পাথরভাঙ্গা শিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণের প্রতিবাদে আন্দোলন, সমুদ্র ধীবরদের প্রতিবাদ, বিভিন্ন অসংরক্ষিত শিল্পের শ্রমিকদের আন্দোলন, শহরের প্রান্তবাসীদের উচ্ছেদ বিরোধী লড়াই, হকারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি, চাবাগানের শ্রমিকদের সংগ্রাম, খাদ্যের অধিকার দাবিতে গ্রামবাসীদের আন্দোলন, জলাভূমি বাঁচাও আন্দোলন, বড় বাঁধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতায় সংগ্রাম, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, গবেষক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ, ন্যূনতম মজুরির দাবিতে কর্মচারিদের সমাবেশ, বিভিন্ন জনজাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, ইত্যাদি।

আমাদের কাছে পশ্চিমবাংলায় নির্দিষ্ট উদাহরণ : গণসংগঠন কর্মী রাজা সরখেল এবং প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে ইউ এ পি এ আইনে জেলখানায় আটকে রাখা, বাংলা পিপলস্ মার্চ পত্রিকার স্বপন দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার ও চিকিৎসা গাফিলতিতে মৃত্যু, মুদ্রক সদানন্দ সিন্হাকে গ্রেপ্তার, বিজ্ঞানী নিশা বিশ্বাস, শিক্ষক কনিষ্ক চৌধুরী ও সাহিত্যিক মাণিক মণ্ডলকে লালগড় যাওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার, জেলখানায় আটক ও শর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া, গণসংগঠন নাগরিকমঞ্চের সম্পাদক নব দত্তকে দূষণ সৃষ্টিকারী স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় গ্রেপ্তার করা, একই অভিযোগে ঝাড়গ্রাম দূষণ বিরোধী সংগঠনের হেমন্ত মাহাতো ও উপাংশু মাহাতোকে গ্রেপ্তার, মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতির সম্পাদিকা দেবলীনা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির মুখপত্র ছত্রধর মাহাতো ও হিসাব রক্ষক সুখশান্তি বাস্কে কে ইউ এ পি এ আইনে গ্রেপ্তার, সভাপতি লালমোহন টুডু, সম্পাদক সিধু সোরেন ও আরেক সদস্য উমাকান্তি মাহাতোকে হত্যা, বনবাসী মঞ্চের কর্মকর্তা সুন্দর রাভার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা, বীরভূমের পাথর খাদান ও পাথর ভাঙ্গা শিল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কর্মীদের বিরুদ্ধে হুমকি, চা-বাগানের শ্রমিক ও গঙ্গাভাঙ্গন প্রতিরোধ আন্দোলন কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশী সন্ত্রাস, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলন কর্মী সুশীল পালকে হত্যা, খেজুড়িতে মৎস্যজীবী, রাজনীতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষকে ইউ এ পি এ আইনে গ্রেপ্তার ও আটক, জনজাতিদের স্বাধিকারের দাবিতে গোর্খাল্যান্ড, কামতাপুরী, বৃহত্তর কোচবিহার আন্দোলন কর্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক। এ এক অন্তহীন তালিকা। সব কিছু আমরা সবসময় জানতেও পারি না।

এইভাবে রাজ্য একদিকে অস্বীকার করে চলেছে নাগরিকের/সংগঠনের অধিকার — মত প্রকাশের, সমাবেশের, আন্দোলনের, বিরোধিতার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংগঠনের স্বাধীনতা, অন্যদিকে পুঁজির পক্ষে থেকে আন্দোলনকারীদের অভিযুক্ত করছে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' নামে। রাষ্ট্রের কাছে পুঁজির বিরুদ্ধতা আর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা এক হয়ে গেছে। আর রাষ্ট্রের এই কর্মসূচিতে রাষ্ট্র পাশে পেয়ে গেছে ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলদের।

এখন ভারতের রাজনীতিতে এক দিকে রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলসমূহ ও পুঁজিমালিক এবং তাদের সমর্থক নীতিনির্মাতারা, অন্যদিকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ।

এই রাজনীতিক বিভাজনকে অনুভব করে, জনগণের পক্ষ সমর্থনে, ক্ষমতাসীনদের বিরোধিতায় আমরা সমবেত হচ্ছি। আগামীদিনের কর্মসূচি নির্ধারণে। নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করতে।

আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করুন।

এই আহ্বানে এই আবেদনপত্র।

গণ আন্দোলন ও গণ আন্দোলনের কর্মীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে

যৌথ কনভেনশন

৬ সেপ্টেম্বর ২০১০, দুপুর তিনটে, যুবকেন্দ্র, মৌলালি

APDR, নাগরিক মঞ্চ, মাসুম, লালগড় মঞ্চ, ইউ এ পি এ বিরোধী মঞ্চ, MKP, গণপ্রতিরোধ মঞ্চ, PYL, IFTU, অহল্যা, এখন বি-সংবাদ, মাতঙ্গিনী মহিলা সমিতি, SEZ বিরোধী প্রচার মঞ্চ, USDF, নারী চেতনা, আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি (নবপর্যায়)

বিভাস চক্রবর্তী, নবারুণ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, পাচু রায়, সব্যসাচী দেব।

বিভিন্ন গণসংগঠন ও ব্যক্তির পক্ষে ১৮ মদন বড়াল লেন, কলকাতা-১২ থেকে শুভেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত
এবং শ্রীপর্ণা প্রিন্টার্স, ৫, আবদুল হালিম লেন, কলকাতা - ৭০০০১৬ থেকে মুদ্রিত।